اَلوَاجِد

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৬৫ তম নাম ‘الوَاجِد’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘الوَاجِد’ শব্দের মূল د - ج – و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১০৭ বার এসেছে। সন্ধান করা, সরবরাহ করা, জীবিকা দান করা, উদ্ভাবনকারী, পথ প্রবর্তক, পথপ্রদর্শক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الوَاجِد অর্থ: ‘তিনি পথ প্রবর্তক, পথপ্রদর্শক’।

<u>মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:</u>

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿١١٠﴾

যে কেউ পাপ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়াবানই পাবে। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১১০)**

হযরত আইয়ুব আ: অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আল্লাহর এই পরীক্ষার সময় সবর করেছিলেন। আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াত -

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاَضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِّعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

আমরা তাকে (আইয়ুব কে) আরও আদেশ করলাম, এক মুষ্টি তৃণ নাও, তা দিয়ে আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। কত যে উত্তম দাস ছিলো সে। আর সে ছিল আমার অভিমুখী। **(সূরা সোয়াদ: আয়াত নং ৪৪)**

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

রাসূল সা: কে আল্লাহ বলছেন:

তিনি (আল্লাহ) কি তোমাকে এতিম পান নি, আর আশ্রয় দেন নি? তিনি কি তোমাকে পথ হারা পান নি, অতঃপর সঠিক পথ দেখান নি? তিনি কি তোমাকে পান নি দরিদ্র, তারপর দান করেন নি প্রাচুর্য? **(সূরা দোহা: আয়াত নং ৬, ৭, ৮)**

<u>বুখারী শরীফের হাদীস:</u>

তোমাকে অবশ্যই (কেয়ামত দিবসে) আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তাঁর ও তোমার মধ্যে কোন পর্দা থাকবে না, কোন অনুবাদকের প্রয়োজন হবে না। তখন আল্লাহ প্রশ্ন করবেন: আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? সে বলবে: হ্যাঁ। আল্লাহ আবার প্রশ্ন করবেন: তোমার কাছে কি আমি রাসূল প্রেরণ করি নি? সে বলবে: হ্যাঁ। তারপর সে তার ডান ও বাম দিকে তাকিয়ে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমরা নিজেদের রক্ষা করো দান-খয়রাত করে তা যদি একটি খেজুরের অর্ধেকও হয়। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ভালো কথা ভালো উপদেশ দিয়ে নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! বিচারের দিন আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার সময়, যেন আমাদের আমলনামায় ভালো কাজ মন্দ কাজের চেয়ে বেশি হয় সে প্রচেষ্টা আমাদের করা একান্ত কর্তব্য।

আমরা শিরক মুক্ত জীবন যাপন করি। কারণ আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।